

দান

অকল্যাণের

৭০টি

দরজা

বন্ধ

করে



সেবা উত্তম ইবাদত

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

www.quantummethod.org.bd

সাধ্যমতো দান করছে সবাই

ইনাম খান

আমাদের গার্মেন্টস ভবনটি নয়তলা। প্রতিটি ফ্লোরেই কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক রাখা আছে। এ পর্যন্ত আমাদের ৩১ জন সহকর্মী কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছেন। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত হোক বা পারিবারিক বা গার্মেন্টসের কাজের জটিলতা, সাধ্যমতো দান করতে তারা ভোলেন না। যেমন, প্রোডাকশন ইউনিট দান করছে যেন অর্ডারমাফিক কাটা-সেলাই হয়। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দান করছে যেন শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করে। শিপমেন্টের দায়িত্বশীলরা দান করছেন যাতে সময়মতো বন্দরে চালান পৌঁছে যায়।

কারণ, ব্যবসায় মুনাফা যেমন আছে, ঝুঁকিও কম নয়। গার্মেন্টস ব্যবসায় প্রতিনিয়ত নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা হই। ধরুন, ফ্যাক্টরি থেকে পণ্য বোঝাই গাড়ি রওনা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশ্যে। হয়তো ফেনী বা সীতাকুণ্ড পর্যন্ত গিয়ে আটকে গেল। খবর পেয়ে কিছু অর্থ দানের মানত করলাম। সে টাকাটা মাটির ব্যাংকে রাখলাম। তারপর খবর পেলাম ট্রাক আবার যাত্রা শুরু করেছে এবং ভালোভাবে চট্টগ্রামে পৌঁছেও গেছে। একবার এরকম একটা শিপমেন্টে দু'ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। এখন অর্ডার হয় বাতিল হয়ে যাবে নয়তো এয়ারে পাঠাতে হবে। এটা অনেক বড় আর্থিক ক্ষতির ব্যাপার। আবারো দান করলাম। শুকরিয়ার ব্যাপার হলো, সকালে জানতে পারলাম, স্পেশাল অর্ডারে বায়ার নিজেই শিপমেন্ট পৌঁছানোর সময়টা পিছিয়ে দিয়েছেন যা গার্মেন্টস ব্যবসায় খুবই বিরল এক ঘটনা।

[ইনাম খান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অনন্ত গ্রুপ, ৪৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



প্রতিদিন দান করুন ॥ বালা-মুসিবত দূরে রাখুন

যেকোনো ভালো কাজে সাফল্যলাভের নিয়তে দান বা দানের মানত আপনার কাজকে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত করবে। দেশে ও দেশের বাইরে লাখে মানুষ দান করে পেয়েছেন বিভিন্ন উপকার। তারই কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো।

- শারীরিক সুস্থতা ও দুরারোগ্য অনেক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ। মানসিক প্রশান্তি।
- পরীক্ষায় ভালো ফলাফল। ভাইভা বা ইন্টারভিউয়ে স্বতঃস্ফূর্ত থাকা।
- পেশাগত পদোন্নতি ও চাকরিলাভ।
- ব্যবসায় উন্নতি ও আনুকূল্য। দোকানে ক্রেতা ও বিক্রি বৃদ্ধি।
- আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি।
- সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি ও কাজিকত দামে জমি বিক্রি।

- পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি দূর। পারিবারিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি।
- সুস্থ সন্তান লাভ। সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলা।
- হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া।
- কমিশন বা উপরি ছাড়াই প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করা।
- আকস্মিক বিপদ বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো দুর্ঘটনা, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো। আর সেরকম কিছু ঘটে গেলেও ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি।



লাখো বঞ্চিতের সেবায় আপনার দান



সুনামগঞ্জে স্থাপিত হয়েছে একটি ইদারা



দেশের বিভিন্ন স্থানে বসানো হয়েছে ১৩২টি টিউবওয়েল



মাতৃমঙ্গল-এর সেবা পেয়েছেন ১,১০৯ জন মা ও শিশু



এপর্বন্ত চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন ৬০ হাজারেরও বেশি দুস্থ রোগী। ছবিটি ২০১৩ ক্যাম্পের। অংশ নেন কোয়ান্টাম পরিবারের ১৩২ জন চিকিৎসক



মমতাপূর্ণ শেষ বিদায় জানানো হয়েছে ৩০৫ জনকে



সন্তানের মমতায় পাহাড়ি-বাঙালি প্রবীণ সেবার জন্যে রাজবিলায় রয়েছে আশ্রয়মক



বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ ও শিশুকাননে শিক্ষাসুযোগ পেয়েছে সাড়ে সাতশ পাহাড়ি-বাঙালি বঞ্চিত শিশু



রাজশাহীতে কোয়ান্টাম শিশুসদনে আত্মপরিচয়ে বেড়ে উঠছে ১২টি মেয়েশিশু

লাখো বঞ্চিতের সেবায় আপনার দান



কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে এখন স্বৈচ্ছা রক্তদাতা দুই লক্ষ সাত হাজার ৫৪২ জন। ল্যাবে রক্তদানের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত হয়েছে ২,১০৬টি ব্লাড ক্যাম্প



কোয়ান্টাম ল্যাব ১৪ বছরে সরবরাহ করেছে পাঁচ লক্ষ ৫৫ সহস্রাধিক ইউনিট বিশুদ্ধ রক্ত ও রক্ত উপাদান। এছাড়া থ্যালাসেমিয়াসহ সামর্থ্যহীন ও সীমিত সামর্থ্যবান ৬৭৯ জন রোগীকে প্রতিমাসে প্রেসিং খরচ ছাড়াই রক্ত প্রদান করছে



মোবাইল ভানের মাধ্যমে চলছে ছোট ছোট ক্যাম্প, বাড়ছে রক্তদানে সচেতনতা



খতনা করানো হয়েছে ৯৪ হাজার ৯১৫ জন দুস্থ শিশু কিশোর যুবক ও বৃদ্ধের



কোয়ান্টামের নার্সারিতে উৎপাদিত হচ্ছে গাছের চারা



এপর্যন্ত চারা রোপণ ও বিতরণ হয়েছে ৩০,৪০৮টি



কোয়ান্টাম লামায় খাদ্য-পুষ্টি ও পশুসম্পদ প্রকল্পের আওতায় হচ্ছে ভেড়া, ছাগল ও মুরগি পালন



রাস্তা-ফুটপাথ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অফিস ও আবাসিক এলাকায় চলছে পরিচ্ছন্নতা করসেবা

আপনার দানে স্বাবলম্বী হচ্ছেন হাজারো মানুষ



দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আজিজুর রহিম এখন বই বিক্রেতা



সেলাই হস্তশিল্প ও নকশাকাঁথার কাজ করছেন মহিলারা



ফাউন্ডেশনের দেয়া হুইল চেয়ারে বসে সেলাই মেশিন চালাচ্ছেন শহীদুল ইসলাম



আলমডাঙ্গায় গরুর খামার। ছাগল পালনেও দেয়া হয় অর্থসাহায্য



রীনা রাণীর মতো অনেকের মুখে আজ হাসি টিনের নতুন ঘর পেয়ে



টেম্পু, রিকশা, ইজি বাইক, ট্রাক্টর, ফটোকপি, মোবাইল সার্ভিসিং ও কম্পিউটারের কাজ, মুদি কিংবা ওষুধের দোকানসহ প্রাস্টিক সামগ্রী, লাকড়ি বিক্রির মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন আরো অনেকে

কোনো বিদেশি অর্থসাহায্য বা ঋণ নয়, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছা অনুদানে পরিচালিত হচ্ছে প্রতিটি সেবামূলক কাজ। যার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য একটিই-আর্ত-মানবতার কল্যাণে তাদের বৈষয়িক, নৈতিক ও আত্মিক পুনর্বাসন।

অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করুন

একটি দৃশ্যের কথা মনে করুন। দরজায় টাকা পড়তেই ভাবলেন, ঘরের কেউ বুঝি এসেছে! খুলে দিলেন ছিটকিনি। তাকিয়ে দেখেন, এমন কয়েকজন দাঁড়িয়ে, যাদের কাছ থেকে মহিলার মানুষ ১০ হাত দূরে থাকে। কী করবেন আপনি? সাদরে ঘরে ঢোকাবেন, নাকি যত দ্রুত সম্ভব কথা শেষে দরজা বন্ধ করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন?

দৈনন্দিন জীবনে এরকম বিপদ/ অকল্যাণের কি কোনো কমতি আছে?

চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, দিনে-রাতে যেকোনো অঘটন হতে পারে।

এসব অঘটন যখন ঘটে, তখন একের পর এক চারদিক থেকেই ঘটতে থাকে। কারণ, অকল্যাণ কখনো একা আসে না, বাঁক বেঁধে আসে।

একবার ভাবুন তো, যেদিন কোনো একটি বিপদে পড়েছিলেন, দিনশেষে কী মনে হয়েছে? সারা দিনটাই মাটি? কিংবা ধরুন, যেদিন চারদিক থেকে চারটি বিপদ এসে হাজির হয়, কেমন কাটে সেদিন? পরের কয়েকটি দিন? মাত্র চারটি বিপদ যদি এভাবে আপনাকে পেরেশান, দুর্বল, বিষণ্ণ ও রোগগ্রস্ত করে তোলে, তাহলে সহজ হিসাব-একবারে ৭০টি বিপদ এলে কী অবস্থা হতো!

আসলে ঘরে-বাইরে সমস্যা-সংকট, আপদ-বিপদ, বালা-মুসিবত থাকুক; আপনার দিকে তুফানের মতো ধেয়ে আসুক, একসময় তা বুদবুদের মতো উবে যাবে আপনার নিয়মিত দানের কল্যাণে। এটিই পরম প্রভুর প্রতিশ্রুতি তাঁর প্রিয় প্রতিনিধি, মানুষের প্রতি। কারণ নবীজী (স) বলেছেন, সৎদান অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়। তাই আশা করা যায়, সৎদান খুলে দেবে শত শত কল্যাণের পথ।

দান উপার্জনকে
শুদ্ধ করে।

দান পাপ মোচন করে।
অন্তরে তৃপ্তি প্রদান করে।

দান দারিদ্র বিমোচন করে।
সম্পদে বরকত আনে।

দান ভয়ভীতি,
টেনশন-পেরেশানি
ও দুঃখকষ্ট দূর করে।

দান বালা-মুসিবত ও
রোগ-ব্যাদি দূর
করে।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের গবেষণালব্ধ সমীক্ষা

দান করুন ৥ সুখী হোন

অর্থই অনর্থের মূল—এ ধারণা এখন বদলাচ্ছে। অর্থও জীবনে সুখ আনতে পারে যদি তা অন্যের কল্যাণে ব্যয় হয়। অর্থ আর সুখের মধ্যকার এ নতুন সম্পর্কের কথা এখন বলছেন বিজ্ঞানীরাই। তাদের মতে, প্রতিদিন অন্যের কল্যাণে যতটুকুই দান করুন না কেন, তা আপনাকে সুখী করবেই। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের একদল গবেষকের সাথে এ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্ট এলিজাবেথ ডান। গবেষণা জরিপে অংশ নেন ছয় শতাধিক আমেরিকান।

শেষাসেবকদের কাছে জানতে চাওয়া হয় এ বিষয়গুলো—কীসে তারা আনন্দিত ও সুখী হন, তাদের বার্ষিক আয়ব্যয়ের পরিমাণ, উপহার খরচ এবং সেবাখাতে অনুদানের পরিমাণ। ডান বলেন, এদের সুখের ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণের ভূমিকা সামান্য; বরং অন্যের প্রয়োজনে যারা ব্যয় করেন তারাি আছেন অধিকতর সুখী মানুষের তালিকায়।

বোস্টনের একটি প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন কর্মীর ওপর গবেষণায় দেখা গেছে, এদের মধ্যে যারা তাদের তিন থেকে আট হাজার ডলার বার্ষিক বোনাসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সেবামূলক কাজে ব্যয় করেছেন তারা অন্যদের তুলনায় বেশি সুখী ছিলেন।

আরেকটি গবেষণায় শেষাসেবকদের প্রত্যেককে দিনে পাঁচ থেকে ২০ ডলার করে দিয়ে বলা হয় যে, এটা তারা যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারেন। দেখা গেছে, যারা অন্যের কল্যাণে ব্যয় করেছেন তারা বেশি সুখী। ডান বলেন, এসব ফলাফলে হয়তো সে রহস্যই লুকিয়ে আছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশ এত ধনী হচ্ছে কিন্তু এর সাথে পাছ দিয়ে মানুষ কেন অসুখী হয়ে পড়ছে। এর সমাধানও দিয়েছেন ডান—সুখী হওয়ার জন্যে দিনে পাঁচ ডলারও যথেষ্ট, যদি তা অন্যের কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

সংদানের প্রতিদান কমপক্ষে ৭০০ গুণ

‘সংদান এমন একটি শস্যবীজ যাতে উৎপন্ন হয় সাতটি শীষ আর প্রতিটি শীষ থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে চান তাকে বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন।’ –বাকারা : ২৬১

আপনার দান কমপক্ষে ৭০০ গুণ প্রতিদান আনতে পারে যদি তা সৎ হয়। দানের সত্যতা নিরূপণের উপায় হলো তা গ্রহীতার আসলেই প্রয়োজন কিনা এবং স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে সে অর্থ তিনি ভালো কাজে বিনিয়োগ করছেন কিনা। যে কারণে নবীজী (স) শিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছেন। দানকে উৎসাহিত করেছেন। ঋগ্বেদ-এ বলা হয়েছে, ‘এসো প্রভুর সেবক হই! গরিব ও অভাবীদের দান করি।’

এই গরিব অভাবী এতিম নিরন্ন ভুলুপ্তিত অভাবগ্রস্ত আর ভিক্ষুক কিন্তু এক নয়। আসলে ইসলামসহ সকল ধর্মে দানের মাহাত্ম্যের যে কথা বলা হয়েছে, আমাদের সমাজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবসা কোনোভাবেই এর মধ্যে পড়ে না। বরং শিক্ষা ভিক্ষুককে শিক্ষা করতেই উৎসাহিত করে। আর বিভিন্ন মাজার থেকে শুরু করে রাস্তার মোড়ে যত দান বাস্ক রয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে দানের টাকার কোনো হিসাব থাকে না।

তাই দান করার আগে কোথায় দান করছেন তা নিয়ে ভাবতে হবে আপনাকেই। কারণ অর্থদান করলেই দাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। গ্রহীতা সে অর্থ দিয়ে ভালো কাজ করলে, তা দাতার জন্যে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হয়। আর গ্রহীতা সে অর্থ বাজে কাজে লাগালে, সে পাপের ভাগীদার হওয়া থেকেও দাতা রক্ষা পান না।

তাই একটু ভাবুন, কাকে এবং কেন দান করছেন। সম্ভব হলে নিয়মিত খোঁজখবর নিন, আসলেই সে অর্থের সদ্যবহার হচ্ছে কি না। আর আপনার পক্ষে তা সম্ভব না হলে সৎ এবং স্বচ্ছ দাতব্য প্রতিষ্ঠানেই দান করুন। আপনি দায়মুক্ত থাকবেন।

সম্ভবদ্বয় সংদান সংগ্রহে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

ফাউন্ডেশনের সেবামূলক কাজ বঞ্চিত অসহায়দের আলোকিত করার সৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত। এ কাজে যে-কেউ তার সাধ্যমতো সদকা/ অনুদান দিতে পারেন। দাতার সুবিধার্থে রয়েছে বিভিন্ন দানখাত।

স্রষ্টার সন্তষ্টির জন্যে দিনে-রাতে, প্রকাশ্যে-গোপনে, সচ্ছল-অসচ্ছল অবস্থায় প্রতিদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান করার সুযোগ রয়েছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে। প্রতি তিন/ চার মাস পরে ব্যাংক ভরে গেলে তা জমা দিয়ে নতুন ব্যাংক সংগ্রহ করা যায়। রয়েছে কোয়ান্টাম শিশুকানন, শিশুসদন, মাতৃমঙ্গল, সুনুতে খতনা, স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে দানের সুযোগ।

মসজিদ নির্মাণের জন্যে রয়েছে মসজিদ ফাউন্ড। রয়েছে অভুক্ত প্রতিবেশীর হক আদায়ের জন্যে মুষ্টি চালের সমপরিমাণ অর্থ দানের সুযোগ। রয়েছে বেওয়ারিশ লাশ বা দাফনে অক্ষম মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন/ সৎকারের জন্যে এবং মৃত পরিজনের অনন্ত প্রশান্তির জন্যে টিউবওয়েল কার্যক্রমে সদকায়ে জারিয়া করার সুযোগ।

নবীজি (স.) বলেছেন, ‘তোমরা রোগমুক্তির জন্যে সদকা দাও’। তাই কোয়ান্টামে রয়েছে সদকা দিয়ে রোগমুক্তিকে তুরান্বিত করতে কোয়ান্টাম সদকা হিলিংয়ে নাম দেয়ার সুযোগ। মুসলিমদের জন্যে আছে যাকাত ফাউন্ডে যাকাতের অর্থ জমা দেয়ার সুযোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও দীর্ঘমেয়াদে পুনর্বাসনের জন্যে আছে বিশেষ তহবিল।

এ দানখাতগুলোতে কোনো ব্যক্তি এককভাবে অংশ নিলেও তা যৌথ দানের পুণ্য নিয়ে আসে। যেমন, ২০১৩ সালে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক থেকে সংগৃহীত হয়েছে ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষাধিক টাকা। কেউ যদি একশ টাকাও মাটির ব্যাংকে রাখেন, তাহলেও তিনি বছরের মোট দানের অংশীদার হয়ে যান। সেইসাথে দানের অর্থের অধিকাংশই সদকায়ে জারিয়ার সেবাখাতে ব্যয় হওয়ায় মৃত্যুর পরও দাতা এ পুণ্যের অংশীদার হতে থাকবেন।

আপনিও এগিয়ে আসুন ॥ নিয়মিত দান করুন

দুস্থ ও বঞ্চিতের সেবায় ফাউন্ডেশনের পাশে আছেন কোয়ান্টাম পরিবারের অসংখ্য সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী। তাদের মতো আপনিও এগিয়ে আসুন। সাধ্যমতো আপনার যেকোনো অনুদান সাদরে গৃহীত হবে। আর ফাউন্ডেশনের আয়ব্যয়ের হিসাব সবার জন্যে উন্মুক্ত। হিসাবে স্বচ্ছ ফাউন্ডেশনে আপনার দান সত্যিকার অর্থেই সার্থক হবে। শেষ বিচারের দিনে যখন প্রভু জিজ্ঞেস করবেন, ‘সম্পদ কীভাবে ব্যয় করেছো’, তখন আপনি বলতে পারবেন, ‘হে প্রভু, মানবকল্যাণে বঞ্চিতের সেবায় আমি আমার সম্পদ ব্যয় করেছি’। তাই যত অল্পই হোক নিয়মিত দান করুন। পরম করুণাময়ের করুণায় আপনি ধন্য হবেন।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে দান করার জন্যে নিম্ন ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করুন। প্রবাসী হলে বা দূরবর্তী স্থানে থাকলে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমেও আপনার যেকোনো দান পাঠাতে পারেন। বাংলাদেশের জন্যে- SND A/C # 108.120.1850, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, শান্তিনগর শাখা।

প্রবাসীদের জন্যে- SND A/C # 11731050003896, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, প্রাইম ব্যাংক, মোচাক শাখা, বাংলাদেশ। SWIFT : PRBLBDDH013

কোন খাতে দান করছেন মেহেরবানি করে তা ফাউন্ডেশনকে অবহিত করুন। যেকোনো পরিমাণ দানের মানি রিসিট কাটা হয়। অনুগ্রহ করে কোয়ান্টাম দায়িত্বশীলের কাছ থেকে আপনার দানের টাকার মানি রিসিট সংগ্রহ করুন।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০৯৬১৩-০০২০২৫, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

E-mail : info@quantummethord.org.bd

কাকরাইল : ১/১ পায়োনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৩৫৫৭৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

বনশ্রী : বাড়ি-২৩, রোড-১, ব্লক-এ, বনশ্রী আ/এ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

ফোন : ৮৩৯৬৮১৫, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬

শাহবাগ : ৯৬১৪৬৪৪, ০১৭৫৭-৪৪৩৩২২

বনানী : ৯৮৭১৬৪২, ০১৯৭৯-০০৩০০০

ধানমণ্ডি : ৯১১৬৫৫৭, ০১৮২২-৯৮৯৫৯৮

মিরপুর : ৮০৬১০৭৫, ০১৭১৭-১৪৪৭২৪

যাত্রাবাড়ি : ৭৫৫১৩৯৪, ০১৭৮৩-৫৯৮৫৫৮

কুমিল্লা : ০৮১-৬১৩৮৩, ০১৭৪০-৯০৮৩৭৮

চট্টগ্রাম : ০৩১-২৫৫২০০৮, ০১৭১১-৩৯৩০১০

সিলেট : ০৮২১-৭১১৬১২, ০১৭১৩-৩০১৫২২

রাজশাহী : ০৭২১-৮১২৪৯৪, ০১৭১১-১০৪২৮৯

খুলনা : ০৪১-২৮৩৩৫২৮, ০১৭৪০-৯৩৯৯৯৯

যশোর : ০৪২১-৫১৩৯৮, ০১৭৫০-০১৪৪৪৭

বরিশাল : ০৪৩১-৬৪১৩৫, ০১৭৩৫-৪৩৪৬৭১

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ও কোয়ান্টাম ল্যাব : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭। ফোন : ৮৩২২৯৮৭, ০১৭১৪-০১০৮৬৯

কোয়ান্টাম ॥ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ, লামা : বোধিছড়া, কেয়াজুপাড়া

ডাক : সরই, লামা, বান্দরবান-৩২৭৪। ফোন : ০১৭১৪-০৯৪২৭১